দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২...

স্পেকট্রাম ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের একটি ক্লাসরুম (বামে), ডানে অধ্যক্ষ সোহাইল আক্তার পান্না —জনকণ্ঠ

ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্পেকট্রাম

শরিফুজ্জামান পিন্টু

শিশু-কিশোরদের পড়াশোনার জন্য রাজধানীতে গড়ে উঠেছে ব্যতিক্রমধর্মী একটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্ডারগার্টেন বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের কথা শুনলে অনেকের চোখের সামনে ফুটে ওঠে নেতিবাচক চিত্র। গাদাগাদি পরিবেশ, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, সনাতনী ও গতানুগতিক শিক্ষাসহ নানা অভিযোগ বেশকিছু নামীদামী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। স্পেকট্রাম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল নামের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি এসবের তুলনায় ভিন্নধর্মী। বাচ্চাদের জন্য আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষাদানের নতুন কৌশল অবলম্বন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখানকার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন, নিরিবিলি ও ছিমছাম।

স্কুল গেট অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকতেই সর্বত্র যত্নের ছোঁয়া দেখা যায়। পড়াশোনাসহ এখানকার সামগ্রিক পরিবেশ যে কোন শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে আকৃষ্ট করবে। একজন ভদ্র মহিলার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁর নাম সোহায়েল আক্তার পান্না। স্কুলটির অধ্যক্ষা তিনি। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর গোটা জীবনই তিনি উৎসর্গ করেছেন শিক্ষকতা পেশায়। '৮৬ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন বিদেশের মাটিতে, জেদ্দা দূতাবাস স্কুলে। দেশে ফিরে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্পেকট্রাম। বর্তমানে তাঁর নেতৃত্বে ৩০ শিক্ষকের একটি টিম নিরলস কাজ করে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির সুনাম বৃদ্ধির জন্য। সনাতন শিক্ষা পদ্ধতি পরিহার করে আধুনিক, গঠনমূলক ও আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষাদানই এই প্রতিষ্ঠানকে অন্য অসংখ্য কিন্ডারগার্টেন থেকে বেশ আলাদা করেছে। রাজধানীর ধানমণ্ডি এলাকায় (রোড-৯/এ, বাড়ি-১৫) অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি গুণে ও মানে অভিভাবকদের নজর কেড়েছে।

সনাতন পদ্ধতি অনুযায়ী একজন শিক্ষক ক্লাসে পাঠদান করেন এবং শিক্ষার্থীরা চেষ্টা করে তা শুনে রপ্ত করার। এই পদ্ধতিতে শিক্ষকই ক্লাসের কেন্দ্রবিন্দু। আর শিক্ষার্থীরা প্যাসিভ লার্নার। কিন্তু বর্তমান সময়ে বিশ্বের অনেক দেশে শিক্ষার এই ধারা পাল্টে গেছে। আধুনিক পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই ক্লাসে পড়ে এবং যে যেখানে না বোঝে সেখানে শিক্ষক তার কাছে গিয়েই বুঝিয়ে দেন। এই পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীরা এ্যাক্টিভ লার্নার হওয়ায় পড়াশোনায় অনেক বেশি আনন্দ পায়। স্পেকট্রাম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল শিশুদের গঠন শিক্ষা দেবার পদ্ধতি অনুসরণ করে। এখানে প্লে গ্রুপ থেকে কেজি-টু পর্যন্ত গঠন শিক্ষা দেয়া হয়। চার বছরের কোর্স গঠন শিক্ষার মাধ্যমে শেষ করা হয় দু'বছরে। সাধারণত শিশুর জীবন থেকে চার বছর

আনন্দদায়ক পরিবেশে বাচ্চাদের শিক্ষাদানের নতুন কৌশল অবলম্বন এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য

চলে যায় প্লে গ্রুপ, নার্সারি, কেজি ওয়ান এবং কেজি টু পড়তে। এ দীর্ঘ সময় অপচয় না করে বিনা চাপে চার বছরের কোর্সকে দুই বছরে নিয়ে এসেছে স্পেকট্রাম। প্রথম বছরকে বলা হয় এলিমেন্টারি ওয়ান এবং দ্বিতীয় বছরকে বলা হয় এলিমেন্টারি টু। এ দু'বছরে একটি শিশুকে শেখানো হয় পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বয়সোপযোগী যে কোন বই পড়া, মনের কথা লেখায় প্রকাশের দক্ষতা রপ্ত করা, বাস্তব জ্ঞানের মাধ্যমে বিশেষ পদ্ধতিতে হাতে-কলমে অঙ্ক শেখানো, সামাজিক এবং পরিবেশগত সচেতনতামূলক শিক্ষা এবং দ্রুত ইংরেজীতে কথা বলা শেখাতে অডিও-ভিডিও ক্যাসেট ও দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বইয়ের ব্যবহার। গঠন শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অক্ষরজ্ঞান ছাড়াই শিক্ষাদান। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য 'দেখা ও বলা' এবং স্টোরি কনটেক্সট। এই পদ্ধতিতে শিশু অতি অল্পসময়ে আনন্দের সঙ্গে বই পড়তে পারে। পড়ালেখার প্রতি তার আকর্ষণও বৃদ্ধি পায়। স্কুলটির গণ্ডি দশম শ্রেণী পর্যন্ত। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, প্রতিটি ক্লাসে বাচ্চারা আনন্দের সঙ্গে পড়াশোনা করছে। বিশেষ করে ছোট ছোট বাচ্চার পড়ানোর দৃশ্যটি যে কোন অভিভাবককে আকৃষ্ট করবে। সর্বকনিষ্ঠ ক্লাসে গিয়ে দেখা গেল, বাচ্চারা গানের সুরে সুরে পড়া শিখছে। আলো-আঁধারিতে বাজছে অডিও ক্যাসেট। কৃত্রিম বাগান তৈরি করা হয়েছে মাথার ওপর। দুই শিক্ষিকা পরিবেশকে আরও আনন্দদায়ক করতে হাত তালি দিয়ে সুর করে মাথা দুলিয়ে তাদের সঙ্গে পড়ছেন। ক্লাসরুমে প্রবেশ করে দুই শিক্ষিকার আন্তরিকতা দেখে মনে হলো, তারা যেন ঐসব শিশুর মা। কারণ মায়ের মতোই তাঁরা বাচ্চাদের আদর করছেন। বাচ্চারা পড়তে পড়তে শিক্ষিকার কোলে গিয়ে উঠছে। শিক্ষিকা বুকে জড়িয়ে ধরছেন, মুখে-মাথায় বুলিয়ে দিচ্ছেন স্নেহমাখা হাত। বাচ্চাদের সংখ্যা কম হওয়ায় দু'জন শিক্ষিকা নজর দিতে পারছেন সবার দিকে।

কথা হলো স্পেকট্রাম স্কুলের অধ্যক্ষা সোহায়েল আক্তার পান্নার সঙ্গে। তিনি বললেন, শিক্ষাদান পদ্ধতি একটি গতিময় বিষয়। বিশ্বজুড়েই এর ওপর চলছে গবেষণার কাজ এবং নিত্য বেরিয়ে আসছে নতুন পদ্ধতি। কিন্তু আমাদের দেশে বহু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলেও বাহ্যিক চাকচিক্যের আড়ালে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পদ্ধতিই রয়ে গেছে সনাতন। সীমিত সাধ্য ও সম্পদের মধ্যে স্পেকট্রাম শিক্ষা পদ্ধতি আধুনিকায়নের আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কেবল পড়াশোনা নয়, এই স্কুলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক চর্চাও হয়। বিশেষ করে বিতর্ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যত্নের সঙ্গে। '৯৯ সালে বিটিভি পরিচালিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় স্পেকট্রামের দল বিজয়ী হয়। এ ছাড়া প্রতিবছর স্কুলে বিজ্ঞান মেলা হয়ে থাকে। আর বার্ষিক বনভোজন এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা তো রয়েছেই।